গাংনীতে শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা

“সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে গাংনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ও গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক নাসিরুদ্দিন এবং পলাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালবের (CALB) আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যক্ষ শেখ সহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোকাদ্দেছুর রহমান।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কালব এর পরিচালক ছানোয়ার হোসেন, করমদি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক আবু সায়েম পল্টু, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ রবি, কালব-এর জেলা ম্যানেজার সুজয় কুমার বসু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, সংগঠনের সহ-সভাপতি ও গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

সভায় সংগঠনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে লটারি আয়োজন করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

করা হয়।

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে নারী- শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাথুলী বিওপির সীমান্ত এলাকার আনুমানিক ১০০ গজ ভেতরে সীমানারেখার ১৩৩/৩ এস পিলারের অভ্যন্তর দিয়ে ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আটক পূর্বে আসাম রাজ্যের তেইমপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার তাদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেন। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

বিজিবির কাছে হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানার জেলেল বস্তির গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে হানিফুর রহমান (৩৮), তার স্ত্রী লুৎফা খাতুন (২৮), মেয়ে হাবিবা খাতুন (১২), আলিয়া খাতুন (১.৫), ছেলে হাবিবুল্লাহ (০৫); একই এলাকার খাদেমগঞ্জ গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে বাবুল (৫০), তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৪৩), মেয়ে লাভলী খাতুন (২৫), শবনম খাতুন (১৯), ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৪); বেউরঝাকী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮); রত্নাই গ্রামের ধুনিবুলা মোহাম্মদের ছেলে আজিজুল হক (৪৫) এবং লক্ষহাট গ্রামের আব্দুল লতিবের ছেলে হাতেম (৫২)।

হানিফুর রহমান জানান, তিন বছর আগে জীবিকার তাগিদে পানিপথ দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছিলাম। আসাম রাজ্যের হরিয়ানাতে পাপোস তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। গত মাসের ২১ তারিখে ভারতের পুলিশ আমাদের আটক করে। এরপর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আমাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

লালনের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুল নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোমিনুল ইসলাম রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলির ছেলে।

মোমিনুল ইসলামের স্ত্রী রূপা খাতুন জানান, গতকাল শুক্রবার বিকেলে গ্রামের বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে লালনের তিরোধান অনুষ্ঠানে যায় মোমিনুল। অনেক ঘোরাঘুরি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রেনলাইনের পাশে অবস্থান নেয়। এ সময় একটি ট্রেন চলে আসলে মোমিনুল ও তার বন্ধুরা দ্রুত সরে আসতে গিয়ে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে মোমিনুলের মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোমিনুলের।

কুষ্টিয়া থানা পুলিশ মোমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেখান থেকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয় এবং তা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মোমিনুলের মৃত্যুর খবর জানার পর থেকে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মোমিনুলের মা মেমিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে মোমিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লালনের মাজারে অনুষ্ঠানে যাবার কথা বলে শুক্রবার বিকেল তিনটার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়। মধ্যরাতে মোবাইলে জানতে পারি, আমার ছেলে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে।

মোমিনুল এক সন্তানের জনক। তার খালা নূরনিহার জানান, খুবই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতো। তার একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

মোমিনুলের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লাশ দেখতে ভিড় করেন শত শত মানুষ।

মেহেরপুরে জেলার সেরা গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় এবারের গড় পাসের হার ৪১%। যা বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তর সংখ্যাও। মেহেরপুরের দুটি সরকারি কলেজ ও পৌর কলেজের ফলাফলও তুলনামূলক খারাপ হয়েছে।

এইচএসসি (জেনারেল) শাখায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বছর মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩১৮ জন। পাসের হার ৫৮%। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মোট ৭৩১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৬৪ জন। পাসের হার ৬১.২%। মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান নাম মেহেরপুর পৌর কলেজ) এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩৯৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ১৮১ জন। গড় পাসের হার

৪৬%। যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭১ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৯ জন। পাসের হার ১৩%। এ আরবি কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭২ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%।

গাংনী উপজেলায় সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০৩ জন, পাস করেছে ৯৭ জন, গড় পাসের হার ৯৪%, যা মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ গড় পাসের হার। গাংনী সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩১৫ জন, পাস করেছে ১৯৪ জন, গড় পাসের হার ৪৭%। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫৯ জন, পাস করেছে ১২৬ জন, গড় পাসের হার ৪৯%। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭২ জন, পাস করেছে ৫৯ জন, গড় পাসের হার ৫২%। মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন, পাস করেছে ১ জন, গড় পাসের হার ৩৩%। বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০২ জন, পাস করেছে ৪১ জন, গড় পাসের হার ৪০%। বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০৮ জন, পাস করেছে ৫০ জন, গড় পাসের হার ২৪%। করমদি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯৪ জন, পাস করেছে ৪৬ জন, গড় পাসের হার ৩১%। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৪৯ জন, পাস করেছে ৭২ জন, গড় পাসের হার ৪৮%। কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৬ জন, পাস করেছে ১০ জন, গড় পাসের হার ৬২%। বিএন কলেজ থেকে ১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩২২ জন, পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৭ জন, পাসের হার ৩৭%।

এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় গড় পাসের হারে গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষস্থান দখল করেছে।

এইচএসসি বিএম শাখায় মেহেরপুর সদরে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৮ জন, পাস করেছে ২৭ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। মেহেরপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস

করেছে ১৯ জন, গড় পাসের হার ৮৬%। গাংনী উপজেলায় গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৩ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৮১ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৩০%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭ জন, পাস করেছে ৬ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। তেরাইল ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৩ জন, পাস করেছে ৩০ জন, পাসের হার ৪৮%। গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৪১ জন, পাস করেছে ৯ জন, গড় পাসের হার ২২%। ধানখোলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৬ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৩১%। মুজিবনগর উপজেলায় আন-নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬০ জন, পাস করেছে ৩৫ জন, গড় পাসের হার ৫৮%।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০ জন, পাস করেছে ১৭ জন, গড় পাসের হার ৮৫%। মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩৪ জন, গড় পাসের হার ৮৩%। মানিকনগর ডিএস মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২১ জন, পাস করেছে ১৫ জন, গড় পাসের হার ৭১%। মানিকদিয়া এগারপাড়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৮ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৯%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৪%। গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৯৬%।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭৮ জন, পাস করেছে ৭৮ জন, গড় পাসের হার ৫৯% এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৫০%।

গাংনী শহরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর বিএনপি’র ৯ নং ওয়ার্ড শাখার কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এশার নামাজের পর ৯ নং ওয়ার্ডের থানাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নাসিরুদ্দিন। পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, সাবেক সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, ১নং ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল গনি। সাবেক ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবু সরকার, সাবেক ছাত্রনেতা সুজন কবির, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাদ আলী ও সাবেক ছাত্রনেতা ফারুক হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা আবুল কালাম আজাদ৷ কৃষক দলের আব্দুল গাফফার সহ স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি আপনাদের দল, জনগনের দল এই দলকে ক্ষমতায় আনতে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের জনগন কে সাথে নিয়ে ভালো কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি বিএনপি’র নবগঠিত কমিটির সমালোচনা করে বলেন, ওয়ার্ডে যে কমিটি হয়েছে সেখানে বিএনপি’র ত্যাগী নেতাকর্মীদের জায়গা হয়নি নুতন কমিটিতে। নুতন কমিটি করেছে আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে। তিনি জানান কমিটি গঠনের পর আবার পরিচিত সভা করার প্রয়োজন কেন? কারণ তিনি বলেন, কমিটিতে দলের নেতাকর্মীদের জায়গা দেননি বলেই পরিচিতি সভা করা লাগছে। তিনি সকলকে সাথে নিয়ে ধানের শীষের প্রতীকের উপর আস্থা রাখবেন। আমার উপর আস্থা রাখবেন। আমি আপনাদের কে সাথে নিয়ে অতীতে যেমন দলের জন্য কাজ করেছি ভবিষ্যতে ও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে দলের পক্ষে কাজ করবো ও ধানের শীষের প্রতীকে বিজয়ী করবো।

তিনি একটি দলের নাম উল্লেখ না করে বলেন, কারো কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। কেউ আপনাদের জান্নাতের টিকিট দিতে পারবে না। মসজিদ সহ ধর্মীয় জায়গায় প্রোগাম না করে স্কুল, কলেজ সহ অন্য জায়গায় প্রোগাম করবেন। তিনি দলের নেতাকর্মীদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

গাংনীতে মহিলা জামায়াত নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া বড় মসজিদপাড়া এলাকায় মহিলা জামায়াত নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে।

গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে দাওয়াতি কার্যক্রম চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। এতে মহিলা জামায়াতের দুই সদস্যা আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মহিলা জামায়াতের কয়েকজন নেত্রী এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান (আসাদুল ইসলামের ছেলে) ও আমতৈল গ্রামের মৃত সাত্তারের ছেলে বিল চান্দ তাদের ওপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হাতে থাকা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করেন। এতে হালিমা খাতুন ও জাহিরুন্নেছা নামে দুইজন মহিলা জামায়াত নেত্রী আহত হন। আহতদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহত হালিমা খাতুন জানান, “আজ আমাকে আঘাত করা হয়েছে, তবে দুই দিন আগেও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি নিজে আমাকে গালিগালাজ করে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। তিনি আমাদের দাওয়াতি কাজ বন্ধেরও নির্দেশ দেন।”

ঘটনার সময় উপস্থিত ইউনিয়ন জামায়াতের তদারককারী রমেলা খাতুন বলেন,

“আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দুই মোটরসাইকেল আরোহী এসে আমাদের গালিগালাজ শুরু করে এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে। এতে আমাদের দুইজন সদস্যা আহত হয়।”

অভিযোগের বিষয়ে ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মনি বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। এলাকায় গোলমাল হয়েছে শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কেউ আমার নাম ব্যবহার করে কিছু করলে আমার করার কিছু নেই। পরে আমি মহিলা নেত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “খবর পাওয়ার পর হেমায়েতপুর ক্যাম্পের ইনচার্জকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালিত

“হাতধোয়ার নায়ক হোন” প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও গাংনী পৌরসভার যৌথ আয়োজনে র্যালি, আলোচনা সভা ও হাতধোয়ার কৌশল শেখানো হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনী পৌরসভার প্রশাসক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

এ সময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে একটি প্রভাবশালী মহল। উপজেলার গোপালনগর গ্রামের লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কের পাশে সাবেক কাস্টম অফিসার আতাউল হকের পুকুর থেকে

[redacted]

[redacted]

প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”